অক্টোবর ২০০৯ | ক্রোড়পত্র

চাষের কথা

কৃষক ও কৃষিকর্মীদের তথ্য বিনিময় মঞ্চ

আশ্বিন-কার্তিক ১৪১৬

জলের পুঁটিমাছ ঝলক দিয়া উঠে রে....

দুর্গাদাস টুডু   দুর্গাশঙ্কর প্রধান

বাঁকুড়ায় কিশোর দলের মাছচাষ

বাঁকুড়ায় ছয় কিশোর একসঙ্গে মাছ চাষ করেছে। এরা সবাই সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাকেন্দ্রের কিশোর দলের। সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা হল চলিত শিক্ষার বাইরে প্রান্তিক জনজাতির নারী-শিশু-কিশোরদের একত্রিত সহযোগিতামূলক শিক্ষা। যেখানে কিশোর-কিশোরী শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ বানায়, মায়েরা খাবার বানায়, চলে নানা দরকারি শিক্ষা ও উদ্যোগের প্রশিক্ষণ।

কেন্দ্রটি জেলার শিমুলবেড়িয়ায়। শিমুলবেড়িয়া গ্রামটি শালতোড়া ব্লকের গোগরা পঞ্চায়েতের আওতায়। গ্রামের দক্ষিণে বনপাড়া, উত্তর ও পূর্ব-পশ্চিমে জঙ্গল। কাছাকাছি গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ এলাকা লক্ষ্মণপুর বাজার। অবস্থান বাঁকুড়ার উত্তরে, জায়গাটি উত্তর বাঁকুড়ায়, শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে। শুশুনিয়া এখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার।

কিশোরদের নাম শ্রীকান্ত মুর্মু, পরেশ টুডু, কমল মুর্মু, সুকান্ত টুডু, হেমন্ত মুর্মু ও পরানন্দ টুডু। গড় বয়স ১৬-২১। এর মধ্যে পরেশ চতুর্থ শ্রেণি, কমল পঞ্চম, সুকান্ত অষ্টম আর শ্রীকান্ত ও হেমন্ত সপ্তম শ্রেণি অব্দি পড়েছে আর পরানন্দ স্কুলে যায় নি। সকলেই প্রায় ভূমিহীন। কেবল কমল ও সুকান্তের দেড় বিঘে করে ধান জমি আছে।

কাজ শুরু হয় ২০০৮-এর জুন-এ। গ্রামে কয়েকটি ডোবা-পুকুর ছিল। রোজগারের জন্য এই কিশোররা এই ডোবা পুকুরে মাছচাষ করবে ঠিক করে। সে কথা জানায় ডিআরসিএসসিকে। এই সময় ডিআরসিএসসি-র ব্যবস্থাপনায় বীরভূমের তাঁতবাঁদিতে মাছচাষের প্রশিক্ষণের কথা চলছিল। এই কিশোরদের সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য ডাকা হয়। প্রশিক্ষণ হয় ২০০৮-এর ২০-২২ আগস্ট। মাছ চাষ হয় দুটি ডোবা (অগভীর পুকুর) ও একটি পুকুরে। প্রথম ডোবা ৯০ ফুট লম্বা-৪৫ ফুট চওড়া, গড় গভীরতা ৩ ফুট। দ্বিতীয় ডোবা ৪৫ ফুট লম্বা -১৫ ফুট চওড়া, গড় গভীরতা ৪ ফুট। পুকুর ৯০ ফুট লম্বা- ৯০ ফুট চওড়া, গড় গভীরতা ৬ ফুট। পুকুরের মালিক বনবিভাগ আর ডোবা দুটির মালিক বনপাড়ার শুনারাম মুর্মু ও বাণেশ্বর মুর্মু। ডোবা তৈরি হয়েছিল মাটি তুলে ঘর তৈরির জন্য আর পুকুর তৈরি হয়েছিল জঙ্গলের গাছের প্রয়োজনে জলতল বুঝে নিতে, বৃষ্টির জল ধরে রাখতে। এখানে জলাশয় শুকিয়ে যায় ফি বছর—কার্তিক, অঘ্রান বা জ্যৈষ্ঠ মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর, ডিসেম্বর বা এপ্রিল-মে) আর গড় গভীরতাও কম। প্রশিক্ষণের আগে মাছ ছাড়তে গিয়ে জলের পরিমাণ ও মাছের অনুপাতকেও ঠিক করা যায়নি। বনবিভাগের পুকুর চাষ করত মাকু টুডু। মাকু টুডু স্বেচ্ছায় পুকুর ছেড়ে দেন।

সুবিধা : উইঢিবির উপরের ছোট ছোট ছাতা, কোনো কাজে লাগত না, তা পুকুরে দেওয়া গেছে। গোবর কেবল চাষের কাজে লাগত তা পুকুরে দেওয়া হয়েছে। মুরগির মল পুকুরে দেওয়া হয়েছে।

অসুবিধা : ডোবা দুটিতে কার্তিক মাস অবধি জল থাকায় মাছ বেশি বড় করা সম্ভব হয়নি বলে অনুমান। জাল না থাকায় জাল ধার নিতে হয়েছে। ভাড়া বাবদ জাল-মালিককে মাছ দিতে হয়েছে।

গভীর অংশ কম থাকায় মাছ বেশি বড় করা যায়নি।

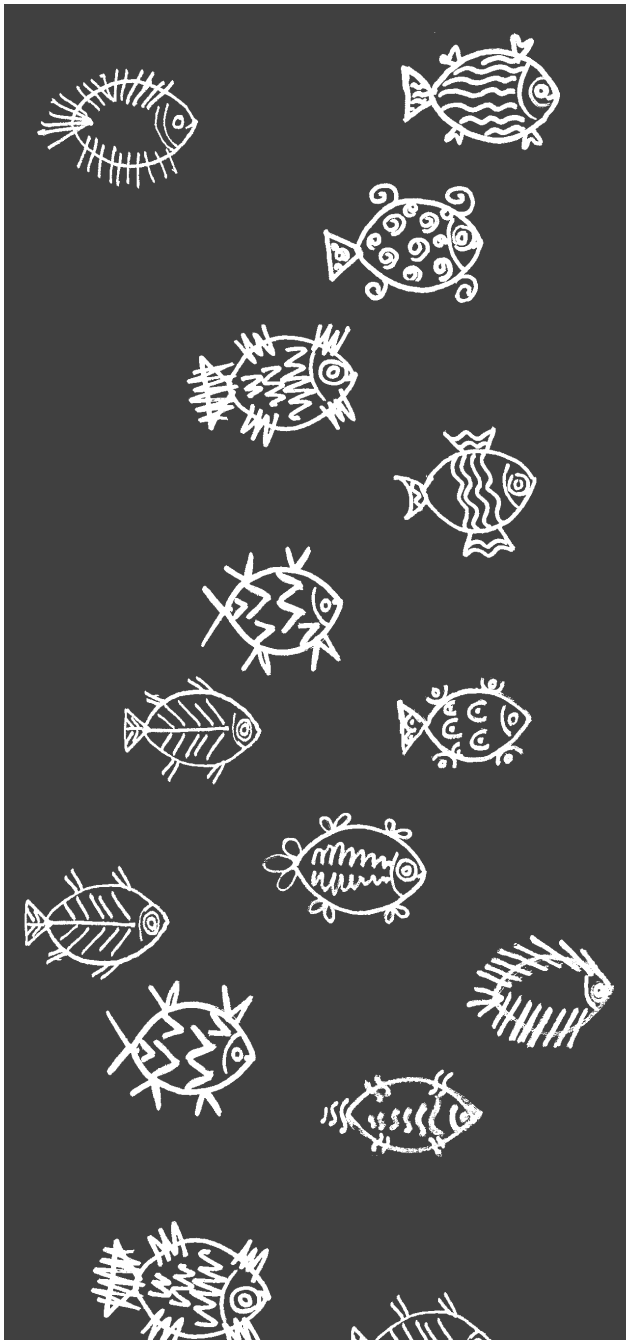

পুকুর — আয়তন ৯০ ফুট x৯০ ফুট x ৬ ফুট

মাছ ছাড়া	চুন দেওয়া	খাবার			জাল টানা
১৫ শ্রাবণ	২ শ্রাবণ	১৫ ভাদ্র	গোবর ও কুঁড়ো	২০ কেজি	প্রতি ৭ দিনে
রুই ৪০০টি	২০ কেজি	৩০ ভাদ্র	উইঢিবির ছাতা	৩০ কেজি	একদিন
কাতলা ৩০০টি		১৬ আশ্বিন	মুরগির মল	৫০ কেজি	
মৃগেল ৩০০টি		২৯ আশ্বিন	হাঁড়িয়া তৈরির পর অবশিষ্ট ভাত	৫০ কেজি	

মাছ বিক্রি

২ কার্তিক

রুই ১.৫ কেজি x ৫০ টাকা = ৭৫.০০

কাতলা ২ কেজি x ৫০ টাকা = ১০০.০০

মৃগেল ১.৫ কেজি x ৫০ টাকা = ৭৫.০০

৭ কার্তিক

রুই ১ কেজি x ৫০ টাকা = ৫০.০০

কাতলা ৩ কেজি x ৫০ টাকা = ১৫০.০০

মৃগেল ১.৫ কেজি x ৫০ টাকা = ৭৫.০০

১৩ কার্তিক

রুই ২.৫ কেজি x ৫০ টাকা = ১২৫.০০

কাতলা ২ কেজি x ৫০ টাকা = ১০০.০০

মৃগেল ১.৫কেজি x ৫০ টাকা = ৭৫.০০

৩ অঘ্রান

রুই ৫০০ গ্রাম x ৫০ টাকা = ২৫.০০

কাতলা ১ কেজি x ৫০ টাকা = ৫০.০০

মৃগেল ৫০০ গ্রাম x ৫০ টাকা = ২৫.০০

২৭ অঘ্রান

রুই ১.৫ কেজি x ৫০ টাকা = ৭৫.০০

কাতলা ৩ কেজি x ৫০ টাকা = ১৫০.০০

মৃগেল ৫০০ গ্রাম x ৫০ টাকা = ২৫.০০

মোট : ১১৭৫.০০

* পুকুরে আরও ৫০০টি মাছ ছিল যার আনুমানিক ওজন ৪ কেজি

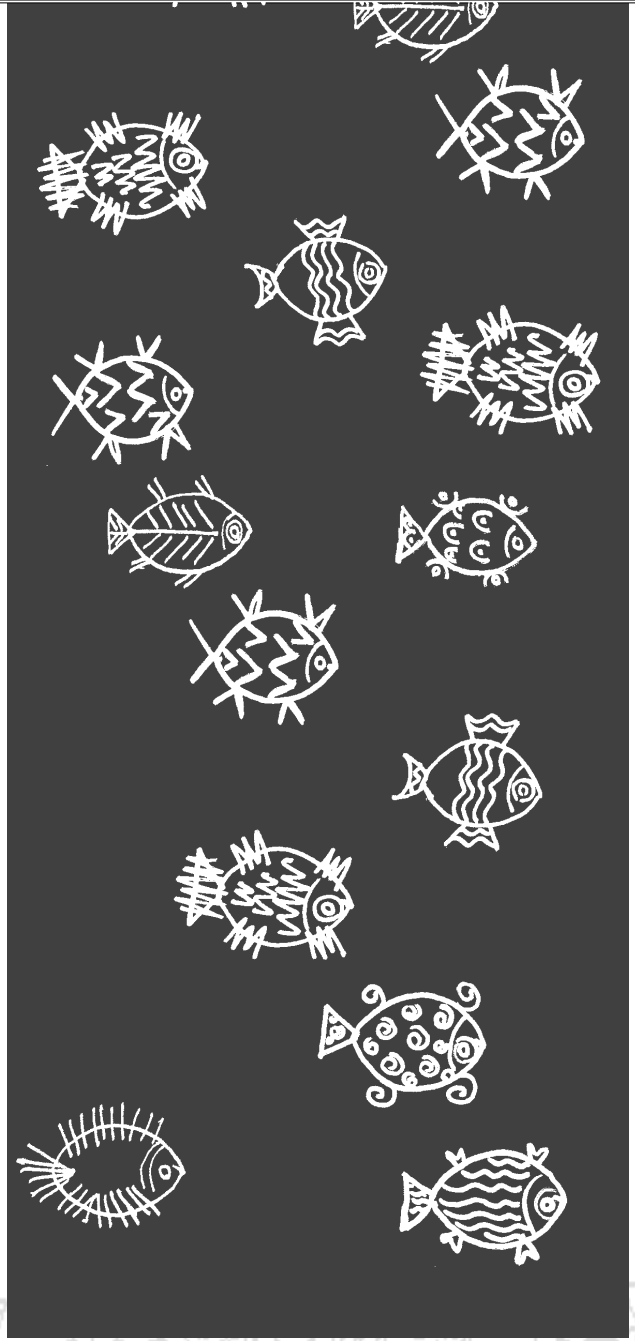

১ নং ডোবা-আয়তন ৯০ ফুট x৪৫ ফুট, গভীরতা ৩ ফুট

মাছ ছাড়া খরচ	চুন দেওয়া	খাবার		জাল টানা	মাছ বিক্রি
		গোবর ও কুঁড়ো			
১৭ শ্রাবণ	১০ শ্রাবণ	১৫ ভাদ্র	১০ কেজি	প্রতি ৭ দিনে ১ দিন	২ কার্তিক
কাতলা-১০০টি	১৫ কেজি	৩০ ভাদ্র	১০ কেজি	১০ শ্রাবণ আবর্জনা	কাতলা ২ কেজি x ৫০ টাকা = ১০০.০০
রুই-২০০টি		১৬ আশ্বিন	১০ কেজি	পরিষ্কার হয়	রুই ৩ কেজি x ৫০ টাকা = ১৫০.০০
					২১ কার্তিক
					কাতলা ৩ কেজি x ৫০ টাকা = ১৫০.০০
					রুই ৩ কেজি x ৫০ টাকা = ১৫০.০০
					মোট : ৫৫০.০০

২ নং ডোবা -আয়তন ৪৫ ফুট x১৫ ফুট, গভীরতা ৪ ফুট

মাছ ছাড়া	চুন দেওয়া	খাবার		জাল টানা	মাছ বিক্রি
১৭ শ্রাবণ	১০ শ্রাবণ	১৫ ভাদ্র গোবর ও কুঁড়ো	১০ কেজি	প্রতি ৭ দিনে ১ দিন	২ কার্তিক
মাগুর-২০০টি	৫কেজি	৩০ ভাদ্র গোবর ও কুঁড়ো	১০ কেজি	১০ শ্রাবণ আবর্জনা	মাগুর ২ কেজি x ৬০ টাকা = ১২০.০০
		১৬ আশ্বিন মুরগির মল	১০ কেজি	পরিষ্কার হয়	

- ইংরেজি বছর ২০০৮ বাংলা বছর ১৪১৪-১৫
- মুরগির মল ১ কুইন্ট্যালের জন্য লেগেছে ৫০.০০
- চারা ৩ কিলো কেনার জন্য লেগেছে ৮০০.০০
- ৪০ কিলো চুনে লেগেছে ১৬০.০০
- জাল টানা হয় সপ্তাহে একবার জলে অক্সিজেন মেশানোর জন্য মাছ বিক্রি হয়েছে স্থানীয় লক্ষ্মণপুর বাজারে (ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম হওয়ার পর)
- মাছের চারা গ্রামে আসা ফিরিওয়ালা থেকে সংগ্রহ করা হয়
- জল ও মাছের অনুপাত ঠিক না থাকায় ও জলাশয়গুলোর গড় গভীরতা কম হওয়ায় রুই-কাতলা খুব একটা বড় হয়নি বলে অনুমান
- গোবর ও কুঁড়োর অনুপাত ৬:৪

Book Post
Printed Matter

রূপ : অভিজিত দাস
হরফ : শিপ্রা দাস
মুদ্রাকর : লক্ষ্মীকান্ত নস্কর
সম্পাদনা সহযোগী : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু
ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টারের পক্ষে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত